দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JAN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

একের পর এক প্রশ্ন ফাঁসে সারাদেশের কারিগরি শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা

বিভাষ বাড়ৈ ॥ একের পর এক প্রশ্ন ফাঁসে সঙ্কটের মুখে পড়েছে সারাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন চলমান ডিপ্লোমা পরীক্ষা। ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোম ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ সব পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে সরকারী পলিটেকিনিকসহ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। পরীক্ষা শুরুর পর গণহারে প্রশ্ন ফাঁসের কারণে গত ৫ দিনেই স্থগিত করতে হয়েছে চারটি পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরুর আগে কয়েক ঘণ্টা আগে ম্যানুয়ালি প্রশ্ন তৈরি করে নেয়া হয়েছে একাধিক পরীক্ষা। আবার ফাঁস হওয়া প্রশ্নেও একাধিক পরীক্ষা নেয়ায় আপত্তি তুলেছেন পরীক্ষার্থী, শিক্ষকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বৃহস্পতিবার শেরে বাংলানগর থানায় মামলা দায়ের করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা কামনা করেছে কারিগরি বোর্ড চেয়ারম্যান।

শিক্ষক সংগঠনগুলো ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে বলেছেন, পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের মহোৎসব চলছে। বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমেই প্রশ্ন ফাঁস ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তেও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশের প্রমাণ মিলেছে। বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনসহ শিক্ষক সংগঠনগুলো অব্যাহত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পরীক্ষা শুরুর পরই প্রথম ৭ জানুয়ারির সকাল ও বিকালের সকল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। দু'দিন আগে ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়লেও প্রথমে বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা আমলে নিতে চাননি। কিন্তু ৬ তারিখ সর্বত্র ছড়িয়ে পরলে পরীক্ষা স্থগিত করে দেয়া হয়। এদিন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম পর্বের নিয়মিত, পঞ্চম, সপ্তম পর্বের অকৃতকার্য বিষয়ের এবং অষ্টম পর্বের অনিয়মিত পরীক্ষা ছিল। ছিল, ডিপ্লোম ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম পর্ব নিয়মিত এবং পঞ্চম, সপ্তম পর্বের অকৃতকার্য বিষয়ের এবং অষ্টম পর্ব অনিয়মিত বিষয়ের পরীক্ষা। ওই দিনের সকল পরীক্ষারই প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ পাওয়ায় স্থগিত করা হয়েছে। এ পরীক্ষা হবে আগামী ২২ জানুয়ারি। দুদিন একইভাবে প্রশ্ন ফাঁস হলে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান শিক্ষকরা। মাঝে একদিন ফাঁস হওয়া প্রশ্নেই পরীক্ষা নেয়ার অসন্তোষ আরো বেড়ে যায়। এরপর গেল ১১ তারিখের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের খবর নিয়ে কারিগরি প্রতিষ্ঠানে একদিন আগেই অস্থিরতা দেখা দিলে পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা আগে নির্ধারিত প্রশ্ন বাতিল করে ম্যানুয়ালি প্রশ্ন তৈরি করে নেয়া হয় পরীক্ষা। কিন্তু প্রতিবাদের মুখে দুদিন পর আবার বিকালের পরীক্ষা একই কারণে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৩ তারিখের পরীক্ষার আগেও একই ঘটনার প্রমাণ মেলে। এ পরীক্ষাও পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে বোর্ড কর্মকর্তারা দাবি করছেন ব্রাহ্মণবড়িয়ায় হরতালের কারণে স্থগিত করা হয়েছে। এ পরীক্ষা হবে আগামী ২৫ জানুয়ারি। এভাবে অব্যাহত প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে রীতিমতো অস্থিরতা বিরাজ করছে সারাদেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে। বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক নির্মল সিকদার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছিলেন, কারিগরি শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য একটি চক্র প্রশ্ন নিয়ে ভয়াবক অপরাধ করে যাচ্ছে।

একের পর এক প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। দেশের অনেক স্থান থেকে অভিযোগ আসছে, প্রমাণ আসছে। আমরা ঘটনার পরই বোর্ডকে জানিয়েছি। তারা প্রথমে প্রমাণ চেয়েছিল। এখন তো নিজেরাই প্রমাণ পাওয়ায় পরীক্ষা স্থগিত করছে। তিনি বলেন, প্রশ্ন ফাঁসে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জড়িত বলে আমরা মনে করি। এভাবে চলছে এ শিক্ষা ক্ষতির মুখে পড়তে বাধ্য। দ্রুত বিষয়টিকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামসুর রহমান জানিয়েছেন, অনেক স্থান থেকে অভিযোগ আসছে। পরীক্ষা যেহেতু স্থগিত করছে নিশ্চই বোর্ডও প্রমান পেয়েছে। এটা খুবই উদ্বেগজনক।

তিনি বলেন, গত বছরও প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। তখন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মাঝখান থেকে একজন নির্দোষ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানালেন বেসরকারী কারিগরি শিক্ষক সমিতিগুলোর জোট বাংলাদেশ

●সঙ্কটে চলমান ডিপ্লোমা পরীক্ষা ●পাঁচ দিনে স্থগিত চার পরীক্ষা

কারিগরি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার। শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এ অধ্যক্ষ বিষয়টি দ্রুত দেখা দরকার। এভাবে প্রশ্ন ফাঁস হলে পুরো পরীক্ষাই প্রশ্নের মুখে পড়বে। তিনি বিষয়টিতে চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সুশীল কুমার রায়ও প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে চিন্তিত বলে জানালেন। তিনি বলেন, আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। পরীক্ষাও বিকল্প ওয়েতে নির্বিঘ্নে নেয়া হবে।

বিদেশ থেকে এসেই একের পর এক প্রশ্ন ফাঁসে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন অধ্যাপক চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান। জানা গেছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে বৃহস্পতিবার শেরে বাংলানগর থানায় মামলা দায়ের করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা কামনা করেছে কারিগরি বোর্ড কর্তৃপক্ষ। চেয়ারম্যান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, আমরা পুলিশের সহযোগিতা চেয়েছি। তারা তদন্ত করবে। এছাড়া গোয়েন্দা সংস্থাও বিষয়টি দেখবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশের প্রমাণ মিলেছে। তদন্ত কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছে, কারিগরি বোর্ডে প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে একটি সিন্ডিকেট জড়িত। কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী সিন্ডিকেটের সদস্য হলেও এর সঙ্গে আছে বাইরের ব্যক্তিরাও। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন; প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে বোর্ডের কর্মকর্তারা ছাড়াও কয়েকটি বেসরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষরা জড়িত।